মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ উপলক্ষে

সেমিনার

শিরোনামঃ বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা - শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের চ্যালেঞ্জ ও সমাধানের পথ

আয়োজনে: বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন

উপস্থাপনায়: প্রফেসর মোঃ শাহেদুল খবির চৌধুরী
সভাপতি
বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন

স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু

আমরা জানি শৈশব থেকেই বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন শুরু। অধিকার আদায়ে দৃঢ় অবস্থান নেয়া ছিলো একেবারেই তাঁর সহজাত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেন যে এ জনপদের মানুষ ও প্রকৃতির এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। ভাষা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ধর্মানুভূতি, প্রকৃতি ইত্যাদির মধ্যে এক অনন্য মেলবন্ধন বিদ্যমান। এটা এক সত্তা- এক জাতীয়তা - বাঙালি জাতিসত্তা। বঙ্গবন্ধু আজীবন বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য নিজেকে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে অকৃপনভাবে উৎসর্গ করেছেন। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পাঠে আমরা তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও দর্শন সম্পর্কে অবহিত হই। আমরা জানতে পারি মানুষের মনের ভাষা বিশেষকরে সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা বুঝে তা পূরণে জীবনবাজী রেখে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া। আমরা বুঝতে পারি অসীম সাহস, তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন, দূরদর্শী, সাম্য প্রতিষ্ঠা, লক্ষ্যে অটুট এবং মানুষকে অনুপ্রাণিত করার এক সম্মোহনী শক্তিসম্পন্ন নেতা তিনি। 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থে তাঁর মানবিকতা ও দেশ প্রেমের দৃঢ় মনোভাবের সন্ধান পাই আমরা।

১৯৪৭ সালে জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্বের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন, এ রাষ্ট্র কাঠামো আসলে বাঙালির ভাগ্যোন্নয়নে কোনো ভূমিকা রাখবেনা বরং এটা হবে নির্যাতন, নিষ্পেষণ ও অধিকার হরণের ফাঁদ। তাই ১৯৪৮ সালে তিনি গঠন করেন ছাত্রলীগ। এরপর ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগের গোড়াপত্তন করেন। দলটিতে শুরুতে 'মুসলিম' শব্দ যুক্ত থাকলেও পরবর্তী সময়ে তা ধর্মনিরপেক্ষ রূপ গ্রহণ করে। সাধারণ শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, নারী, সংস্কৃতি কর্মীসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে সীমাহীন ত্যাগ, শ্রম, আন্তরিকতা ও সততা দিয়ে সংগঠন দু'টি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি দ্রুত মানুষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন। পাশাপাশি মানুষের মাঝে নিজের অধিকার আদায়ের চেতনা সৃষ্টি করে বাঙালি জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে ওঠেন। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের প্রথম ধাপে তিনিই নেতৃত্ব দেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে গঠিত সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ঐ সালের ১১ মার্চ সর্বাত্মক ধর্মঘট পালনকালে শেখ মুজিবসহ আরও কয়েকজন গ্রেফতার ও কারাবন্দি হন। এটিই ছিল মাতৃভাষা আন্দোলনে প্রথম রাজনৈতিক কারাবরণ। সে কারণে বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির আগে ১১ই মার্চ পালিত হতো 'ভাষা দিবস' হিসেবে।

১৯৫৩ সালের কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি সারাদেশ ঘুরে ঘুরে দলকে সংগঠিত করে গণমানুষের কাছে নিয়ে যান। ফলে ৫৪'র নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল বিজয় লাভ করে। সরকার গঠনের সময় সোহরাওয়ার্দী বঙ্গবন্ধুকে মন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দিলে তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণে রাজি ছিলেন না। কিন্তু তা সত্বেও তাঁকে মন্ত্রী করা হয়েছিল। তবে জনগণের ব্যাপক সমর্থনে নির্বাচিত সরকার আমলাতন্ত্রের কুটকৌশলে বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি।

এরপর তাঁর উপর নেমে আসে জেল-জুলুম অত্যাচার। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই শাসকগোষ্ঠীর সকল অন্যায়কেই তিনি চ্যালেঞ্জে করেন। একে একে প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে হয়ে ওঠেন বাঙ্গালির অবিসংবাদিত নেতা। তাঁর পরম আরাধ্য সোনার বাংলা, যে বাংলা হবে ফসলে, ফুলে, ফলে, জ্ঞান-বিজ্ঞান, উদ্ভাবন, উৎপাদন, সম্প্রীতিতে, এক সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। যে দেশ বিশ্বে মাথা উঁচু করে এগিয়ে যাবে। সেটা অর্জনে তিনি কালক্রমে লক্ষ্যে অটুট থেকে মুক্তি-সংগ্রামের এক বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে থাকেন। সে পথে ছিলো বাঙালিদের অকুণ্ঠ সমর্থন। ১৯৬৬'র ৬(ছয়) দফার অন্তরালে ছিলো আসলে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টি। শেখ মুজিব হয়ে যান বঙ্গবন্ধু। ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি ও ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগকে জনগণ রাষ্ট্র পরিচালনার ম্যান্ডেট দেয়। কিন্তু পরাজিত পাকিস্তানী জান্তা জনগণের দাবিকে উপেক্ষা করে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা করতে থাকে। তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে শক্তি প্রয়োগের ষড়যন্ত্র করতে থাকে। ১৯৭১-এর মার্চ মাস হয়ে উঠে উত্তাল। ৭ই মার্চ রমনার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের

মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা ঝাঁপিয়ে পড়ে, নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের উপর। নির্বিচারে তাদের হত্যা করে। ২৬ মার্চ রাতে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়া যাওয়ার প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বঙ্গবন্ধুর নিরন্তর দুঃসাহসিক ভূমিকা আমাদের বাঙালি জাতিসত্বাকে প্রতিষ্ঠিত করে। স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ, শোসনহীন সমাজ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, জয় বাংলা, সোনার বাংলা - যাহাই বলি না কেন, তিনিই লাল সবুজের পতাকায় খচিত জাতির পিতা ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান’।

সোনার বাংলা গড়ায় বঙ্গবন্ধুর প্রত্যয় - শিক্ষাই হবে মূল হাতিয়ার

বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির উদ্যেশ্যই ছিলো এদেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। তিনি মনে করতেন এটা সম্ভব আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষ তৈরির মধ্য দিয়ে। আর তা তৈরি সম্ভব একটি শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে। তিনি মনে করতেন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন সবচেয়ে কার্যকর। ভাষার অধিকার আদায়ে তাঁর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব উন্নত ও মানসম্মত শিক্ষার প্রসারে আজ বড় ভূমিকা রাখছে। ১৯৭০ এর নির্বাচনী প্রচারণায় বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সমাবেশ/ভাষণ/সাক্ষাতকারে বলেছিলেন (১) সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চেয়ে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না; (২) নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে -পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য একটি ক্র্যাশ প্রোগ্রাম চালু করতে হবে; (৩) দারিদ্র্য যেন উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মেধাবীদের জন্য বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে...। প্রাথমিক শিক্ষার ভিত মজবুত করার ক্ষেত্রে তাঁর সুস্পষ্ট মতামত পাওয়া যায়। সত্তরের নির্বাচনে সরকার বেতার ও টেলিভিশনে জাতীয় নেতাদের প্রাক-নির্বাচনী ভাষণের ব্যবস্থা করেছিলো। ১৯৭০ সালের ২৮ অক্টোবর প্রচারিত হয় বঙ্গবন্ধু কর্তৃক আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক নির্বাচনী ইশতেহার। সে ইশতেহারে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা খাতে জাতীয় উৎপাদনের ৪% ব্যয়ের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শিক্ষা নিয়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় যা বলেছিলেন তার বাস্তবে রূপদান করেছিলেন ক্ষমতা গ্রহণের পর। দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা সবার জন্য অবৈতনিক করেন। ১৯৭৩ সালে ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ, ১১ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, ৪৪ হাজার শিক্ষক নিয়োগ ও চাকুরী সরকারীকরণ, ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই ও গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের পোষাক প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

দীর্ঘ ৯(নয়) মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় অর্জনের পর বিধ্বস্ত অবকাঠামো ও অর্থনীতি নিয়ে, বাঙালি জাতির উন্নতির জন্য আধুনিক শিক্ষা চালু করাই ছিল তখন অন্যতম চ্যালেঞ্জ। কিন্তু বঙ্গবন্ধু জানতেন, ঘরে ঘরে আধুনিক শিক্ষা পৌঁছে দিতে না পারলে এই স্বাধীনতা অর্থবহ হবে না। তাই দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আদর্শ মানবসম্পদ গড়ে তোলাই ছিল বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শনের মূল বিষয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার এবং ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার শিক্ষার জন্যই সমান সুযোগ থাকা আবশ্যক।

শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য শাসনামলের শুরু থেকেই বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর সরকার। স্বাধীনতার পর, পাকিস্তান থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে হতাশ ছিলেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭২ সালের ৩০ মার্চ, চট্টগ্রামে শিক্ষক ও লেখকদের এক সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় অনুশোচনা প্রকাশ করে তিনি বলেন, এই শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিকশিত মানুষ সৃষ্টির পরিবর্তে এটি শুধু আমলা তৈরি করছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে সমাজ থেকে দারিদ্র্য এবং বৈষম্য দূর করা যাবে না এবং সমাজতন্ত্র বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। ১৯৭২ সালে ড. কুদরত-ই-খুদাকে প্রধান করে বঙ্গবন্ধু একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন, যার প্রধান কাজ ছিল চলমান শিক্ষাব্যবস্থাকে মূল্যায়ন করা এবং সত্যিকারের সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য যথাযথ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের ব্যাপারে সুপারিশ করা।

১৯৭৩ সালের ২০ মার্চ, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা আরও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন বঙ্গবন্ধু। সেদিনের অনুষ্ঠানে নতুন স্নাতক সনদধারী এবং শিক্ষকদের সামনে বঙ্গবন্ধু বলেন “ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের দুইশ’ বছরের ও পাকিস্তানের ২৫ বছরে গড়ে ওঠা শিক্ষাব্যবস্থা শুধু কেরানি তৈরি করেছে, মানুষ তৈরি করেনি।” এজন্য তিনি এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর জোর দেন, যার মাধ্যমে আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলা যাবে এবং যা স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণে সহায়তা করবে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ মানবসম্পদের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধু শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে এক সমাবেশে বলেন-

“শুধু বি.এ, এম.এ. পাশ করে লাভ নাই। আমি চাই কৃষি কলেজ, কৃষি স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। স্কুলে যাতে সত্যিকার মানুষ পয়দা হয়। বুনিয়াদি শিক্ষা নিলে কাজ করে খেয়ে বাঁচতে পারবে। কেরানী পয়দা করে একেবারে ইংরেজ শেষ করে গেছে। তোমাদের মানুষ হতে হবে।”

শিক্ষা কমিশন ১৯৭৩ সালের জুন মাসে অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন এবং ১৯৭৪ সালের মে মাসে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন শিরোনামে ৩০৯ পৃষ্ঠার এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়, যা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার বিষয়ে সর্বাধিক বিস্তৃত কাজ, যেখানে শিক্ষা বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ও দর্শনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এর ভূমিকায় বলা হয়েছে, এই কমিশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ‘বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন ত্রুটি এবং ঘাটতি দূর করা’ এবং দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে ‘মানসম্পন্ন জীবনমান’ অর্জনের জন্য মানব সম্পদকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন।

এতে আরো বলা হয়েছে, এই শিক্ষা ব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য মানবসম্পদের উন্নয়ন করা। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত না করে কোনো অর্থবহ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করা যায় না বলেও উল্লেখ করা হয়েছে এতে। মূলত বঙ্গবন্ধুর দর্শনই প্রতিফলিত হয়েছে এই শিক্ষা কমিশনের সুপারিশমালায়।

প্রশাসনিক সংস্কার

সময়ের পরিক্রমায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। মহান মুক্তিযুদ্ধে গৌরবময় বিজয় অর্জনের পরপরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ গঠনের লক্ষ্য যে সকল কর্মকৌশল গ্রহণ করেন তার মধ্যে রয়েছে প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক কাঠামো সংস্কার ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য যুগোপযোগী আইন/বিধি প্রণয়ন। বৃটিশ ঔপনিবেশিক ও পাকিস্তানী উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রশাসন ব্যবস্থাকে গণমুখী করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে তিনি উদ্যোগ নেন। বঙ্গবন্ধুর সময় প্রণীত, Services (Reorganisation and Conditions) Act, 1975 (ACT NO. XXXII Of 1975)-এ একটি সমতা ও যোগ্যতাভিত্তিক প্রশাসন গড়ে তোলার নির্দেশনা ছিলো। তাঁর উন্নয়ন দর্শনের অন্যতম দিক ছিল পেশাজীবীদের মাধ্যমে স্ব স্ব পেশা পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার - ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটঃ

ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস-এর অন্যতম সার্ভিস ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস থেকেই আজকের বাংলাদেশের বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো-

১০ই মে ১৮৫৭ সালে মিরাটে সিপাহী বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে এ উপমহাদেশে তৎকালীন ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু হয়। সিপাহী বিদ্রোহ থেকে এটা গণ আন্দোলনে রূপ নেয়। এ আন্দোলন প্রতিহত করতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীকে সহায়তা দিতে বৃটেন সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ করে। ফলে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের অবসান ঘটে ২০-এ জুন ১৮৫৮ সালে গোয়ালিয়রে বিদ্রোহীদের পতনের মধ্য দিয়ে। The Government of India Act 1858 জারির পর ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে সরাসরি বৃটিশ শাসনের সূত্রপাত হয়।

The Government of India Act 1858-এ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস গঠনের প্রভিশন সৃষ্টি করা হয়। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সিভিল সার্ভিস গঠন করা হয়। ১৮৯৬ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস সৃষ্টি হয়। ১৮৮৬ সালে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস গঠন করা হয়। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার শিক্ষা প্রশাসনকে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে প্রাদেশিক শিক্ষা প্রশাসন-কে বিলোপ করে একটি ইউনিফর্ম সর্ব-ভারতীয় শিক্ষা প্রশাসন হিসেবে ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস যাত্রা করে। ১৯২০ সালের প্রথম ভাগ থেকেই ইউনিফর্ম সর্ব-ভারতীয় শিক্ষা প্রশাসন হিসেবে ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস কার্জক্রম শুরু করে। দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭-এ বৃটিশ শাসনের অবসান হলে ভারত ও পাকিস্তানে পূর্বের ধারাবাহিকতায় সিভিল সার্ভিস পরিচালিত হতে থাকে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্যোগ নিলেও ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাত্রিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যের নির্মম হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে। ফলে একটি সমতা, যোগ্যতা ও পেশাভিত্তিক প্রশাসন গড়ে তোলার উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত হয়।

পরবর্তিতে বাংলাদেশের সংবিধানের ‘Reorganisation of service - 136. Provision may be made by law for the reorganisation of the service of the Republic by the creation, amalgamation or unification of services and such law may vary or revoke any condition of service of a person employed in the service of

the Republic.' ও Services (Reorganisation and Conditions) Act, 1975 (ACT NO. XXXII Of 1975) এর সেকশন - ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কেবিনেট সচিবালয়ের সংস্থাপন বিভাগের বাস্তবায়ন সেল কর্তৃক এস.আর.ও. 286-L/80/ED(IC)SII-92/80-98/ Dated- 01/09/1980 স্মারকে The Bangladesh Civil Services (Reorganisation) Order, 1980 জারি হয়। এ আদেশে প্রশাসন পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ১৪টি সার্ভিস ক্যাডার সৃষ্টি করা হয়। আদেশের 2(iii)(a) ক্রমে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের অবস্থান।

ফলে ঐতিহাসিক এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রশাসনিক সংস্কার ও সাংবিধানিক ভিত্তির উপর সকল ক্যাডারের ন্যায় বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারও সৃষ্টি হয়েছে। BCS (General Education) Composition and Cadre Rules 1980 ও BCS (General Education) Recruitment Rules 1981 মোতাবেক দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, মাদ্রাসা শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষা ধারার সকল স্তর শিক্ষা ক্যাডারের কর্মপরিধির আওতাভুক্ত। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ও আলীয়া মাদ্রাসাসমূহের ৯ম গ্রেড ও এর উপরের সকল পদ শিক্ষা ক্যাডারের তফসিলভুক্ত।

১৯৭৫এর ১৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে শিক্ষা;

❖ বাঙালি জাতির দুর্ভাগ্য বয়ে নিয়ে আসে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের কালরাত্রি। জাতির পিতাসহ তাঁর পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যকে স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি নির্মমভাবে হত্যা করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নেয়। ৩ নভেম্বর তারা হত্যা করে জাতীয় ৪(চার) নেতাকে। রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের পর সবচেয়ে বড় আঘাত আসে শিক্ষার উপর। যেমন-

* শিক্ষা থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে পরিহার করা;
*মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি;
* শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতাকে ঢুকিয়ে দেয়া;
* শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতিতে অস্ত্রের খেলা শুরু করা;
* আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষার পরিবর্তে পশ্চাতমুখী ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রচলন, ইত্যাদি

❖ এর ধারাবাহিকতা চলে স্বৈরশাসক এরশাদের সময়ও। শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্যকর অবস্থা সৃষ্টি হয়। সেশনজটে ক্লিষ্ট হয় শিক্ষার্থীরা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী ছাত্র নেতৃবৃন্দের উপর নেমে আসে নির্যাতন, হত্যা ও গুমের মতো বিধ্বংসী ঘটনা। শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি চরম আকার ধারণ করে।

❖ নব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী প্রবল গণ আন্দোলনে এরশাদের পতনের পর নির্বাচনে ১৯৯১ এ বিএনপি সরকার গঠন করে। পরবর্তীতে ২০০১-২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামাত জোট সরকার পরিচালনা করে। এ দুই আমলেই শিক্ষার অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। যার ফলশ্রুতিতে দেশ পিছিয়ে পড়ে। এসময় শিক্ষার অগ্রযাত্রা ব্যাহত হওয়ার অন্যতম দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে-

* ১৯৯২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ভেঙে বিভক্ত করা; এটা শিক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা সৃষ্টি করেছে;

* ২০০৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পদসহ অন্যান্য পদ থেকে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার; এটা বঙ্গবন্ধুর প্রশাসনিক সংস্কারের দর্শন "স্ব স্ব পেশার মাধ্যমে দক্ষ প্রশাসন" পরিপন্থী।

* ২০০৫ সালে নায়েমের নিয়োগবিধি পরিবর্তন করে শিক্ষা ক্যাডারের সুযোগ রহিত করার অপচেষ্টা অব্যাহত আছে।

১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জনগণের রায়ে আবার সরকার গঠন করেন। সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে তাঁর পিতার মতো শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ শুরু করেন। শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বাজেট প্রণয়ন করে। অবহেলিত প্রাথমিক শিক্ষা যেন আবার প্রাণ ফিরে পায়। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সময়োপযোগী ও কার্যকর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। শিক্ষায় আইসিটিকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রযুক্তি জ্ঞান ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ জনবল তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়। ২০০৮এর নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আবারও সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরপর চতুর্থবারের ন্যায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে সরকার গঠন করেছেন ২০২৪-এ। ২০১০ সালে প্রণীত হয়েছে সর্বজনগ্রাহ্য জাতীয় শিক্ষানীতি। তার আলোকে বিগত প্রায় ১৪ বছরে শিক্ষা খাতে ঘটে গেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। অর্জিত হয়েছে এমডিজি। এসডিজি অর্জন এখন একটি চ্যালেঞ্জ। অব্যাহতভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব আজ বিশ্ব দরবারে স্বীকৃত। ২০২১ সালের ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে এখন ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশের অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। এ স্মার্ট বাংলাদেশই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে আসলে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে ধারণা আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত সেটা বাস্তবায়নে শিক্ষাই হবে অন্যতম নিয়ামক। আমরা যদি শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটাতে পারি তবে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা সহজ হবে।

আমরা দেশীয়, বৈশ্বিক, প্রযুক্তি ও অনিশ্চিত সম্ভাবনার আলোকে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের কিছু চ্যালেঞ্জ তুলে ধরছিঃ

***মানসম্মত শিক্ষা অর্জন**- এক্ষেত্রে বেশকিছু বাধা রয়েছে। যেমন -

- শিক্ষক স্বল্পতা;
- দক্ষ শিক্ষকের ঘাটতি;
- প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও দক্ষ প্রশিক্ষকের অভাব;
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত;
- শিক্ষায় একাধিক মন্ত্রণালয় থাকায় সমন্বয়হীনতা;
- মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করতে না পারা। কেননা আর্থিক নিশ্চয়তা ও সামাজিক মর্যাদা এবং অনিশ্চিত ক্যারিয়ার পেশা হিসেবে শিক্ষকতাকে বেছে নিতে অনাগ্রহী করছে;

প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো

- শিক্ষার প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো অসম্পূর্ণ ও অপর্যাপ্ত জনবল;
- শিক্ষার প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের দুর্বল অবস্থান; শিক্ষা সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ থেকে ক্রমান্বয়ে শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের অপসারণ করা হচ্ছে।
- মাঠ পর্যায় থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত শিক্ষা ক্যাডার কেন্দ্রীক প্রশাসনিক কাঠামো না থাকায় প্রশিক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন কার্যক্রম সুসম্পন্ন করা যায়না। সেবাগ্রহীতাদের সেবা প্রদান করা খুবই চ্যালেঞ্জিং;
- শিক্ষা ক্যাডারে কাম্যসংখ্যক পদসৃজন না হওয়ায় শিক্ষা দান ব্যাহত হচ্ছে;

পেশাগত মর্যাদা -

- সামরিক শাসক এরশাদ কর্তৃক নির্ধারিত ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সে শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের অবস্থান রাখা হয়নি। যা আজও বিদ্যমান। এটা মর্যাদা হানিকর;
- ২০১৫ সালের বেতন কাঠামোতে শিক্ষা ক্যাডারের অবনমন ঘটেছে; পদোন্নতিতে হতাশাজনক পরিস্থিতি। ৪র্থ গ্রেডেই একজন শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাকে চাকরি শেষ করতে হচ্ছে; এটা ক্যাডার কর্মকর্তগণকে চরমভাবে হতাশ করছে;
- অন্যান্য ক্যাডারের সাথে বৈষম্য।

উচ্চ শিক্ষার বর্তমান ধারা

- উচ্চ শিক্ষার বর্তমান ধারা ভবিষ্যত উপযোগী জনবল তৈরি করতে পারছেনা;
- শিক্ষার মান নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন।

উল্লেখিত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় সমন্বিত ও কার্যকর উদ্যোগ জরুরি-

- বঙ্গবন্ধুর সময়কালের ন্যায় শিক্ষার একটি মন্ত্রণালয়ে ফিরে যাওয়া;
- শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে;
- প্রাথমিক শিক্ষার ভিত মজবুত করার লক্ষ্যে শিক্ষক নিয়োগে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতদের নিয়োগ প্রদান করতে হবে। বেতন-ভাতা নির্ধারণ করতে হবে যোগ্যতার ভিত্তিতে;
- শিক্ষার রূপান্তর শুধু শিক্ষাক্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না। পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাতেও রূপান্তর ঘটাতে হবে। যেমন-
    - শিক্ষা সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের মাধ্যমেই সম্পাদন করা;
    - প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষার সাধারণ ধারার সামগ্রিক প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের মাধ্যমেই পরিচালিত করা;
    - অন্যান্য ক্যাডার সার্ভিসের ন্যায় বিসিএস সাধারণ শিক্ষা একাডেমি প্রতিষ্ঠা;
    - কাম্য সংখ্যক শিক্ষকের (প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা) পদ সৃজন ও নিয়োগ প্রদান;
    - শিক্ষকের আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা;
    - প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ঘাটতি দূর করা;
    - শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত কাম্য পর্যায়ে স্থির করা;
    - দ্রুত উপজেলা, জেলা ও অঞ্চল পর্যায়ে শিক্ষা ক্যাডার পরিচালিত দপ্তর স্থাপন করা;
    - মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের জন্য যুগোপযোগী জনবল কাঠামো সৃষ্টি।
    - উচ্চ শিক্ষার কারিকুলামে শিক্ষা বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা;
    - উচ্চ শিক্ষার কারিকুলামে দক্ষতা/বৃত্তিমূলক কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা;
    - শিক্ষার্থীদের ফ্রিল্যান্সিং এর সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া;
    - প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষার্থীদের কোডিং শেখানোর ব্যবস্থা করা;

- AI-সহ অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর টুলস ব্যবহার করে শিক্ষণ-শেখানো পদ্ধতিতে শিক্ষকদের দক্ষ করে গড়ে তোলা;
- শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা স্তর উন্নীত করার কথা। কিন্তু এটা বাস্তবায়ন করা যাচ্ছেনা বিদ্যমান প্রশাসনিক কাঠামর কারণে। তবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে যদি মৌলিক শিক্ষা হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা হয় তবে বিদ্যমান ব্যবস্থাতেই এটা বাস্তবায়ন সম্ভব;
- শিক্ষার জন্যে একটি কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা;

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বর্তমান সরকার যে অভীলক্ষ্য স্থির করেছে তা অর্জনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেখানো পথ অর্থাৎ শিক্ষা ও শিক্ষকের মর্যাদা সমুন্নত করে এবং স্ব স্ব পেশায় দক্ষ পেশাজীবীদের মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলাই হবে কার্যকর পন্থা।

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন তথ্যসূত্রঃ

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান;
- "অসমাপ্ত আত্মজীবনী"
- "কারাগারের রোজনামচা"
- "স্মার্ট বাংলাদেশ" শীর্ষক উপস্থাপনা, জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ;
- ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন;
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০;
- Clive Whitehead (2003). *Colonial Educators: The British Indian and Colonial Education Service 1858-1983;*
- বঙ্গবন্ধু অনলাইন আর্কাইভ;
- দৈনিক সংবাদ সারাবেলা;
- বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' অর্জনের অভিযাত্রা (albd.org)